শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে

আমি মাদারীপুর মহকুমা শহরে অবস্থিত নাজিমুদ্দিন কলেজে অধ্যক্ষরূপে কর্মরত অবস্থায় উক্ত কলেজটি ১৯৭৯ সনের ৭ই মে থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে যায়। সরকারীকরণের পরে আমি জনশিক্ষা পরিচালকের নিয়োগপত্র অনুযায়ী প্রায় এক বছর উক্ত কলেজে অফিসার-ইনচার্জরূপে কাজ করি। ১৯৮০ সালের মে মাসে নবনিযুক্ত অধ্যক্ষকে কলেজের যাবতীয় চার্জ ও দায়িত্ব হস্তান্তর করে অন্য কলেজে বদলি হয়ে যাই।

পরবর্তী পর্যায়ে সরকারীকরণকৃত কলেজসমূহের শিক্ষকদের বেতন-কাঠামো নির্ধারিত হয়। অন্যান্য সরকার স্বীকৃত কলেজে আমার যথেষ্ট অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা ছাড়া ১২ বছর অধ্যক্ষরূপে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সরকারীকরণকৃত নাজিমুদ্দিন কলেজে আমার চাকরিকাল দীর্ঘস্থায়ী নয় বিধায় এখন আমি সীমাহীন লজ্জা, লাঞ্ছনা ও আর্থিক দৈন্য নিয়ে এক সরকারী কলেজে প্রভাষকরূপে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছি। ১৯৭৯ সালের মে হতে আজ আড়াই বছর যাবৎ বিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ও আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করছি। বিনাভাড়ায় সুন্দর বাসস্থান ছাড়া অধ্যক্ষরূপে যে বেতন পাচ্ছিলাম, বর্তমানে বাড়ী ভাড়াসহ তার অর্ধেক বেতন পাচ্ছি। কেন আমার মত অনেকের এই ভাগ্যবিড়ম্বনা? কি আমাদের অপরাধ? কলেজের গভর্নিং বডি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতার মাপকাঠিতে আমাদের অধ্যক্ষরূপে নির্বাচিত ও নিয়োগ করেছিল। বহু প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করে, বিশেষতঃ বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পরে তীব্র আর্থিক সংকটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কলেজ পরিচালনা করেছি, আজ এই কি তার প্রতিদান?

এম আজিজুর রহমান
প্রভাষক,
ইংরাজী বিভাগ;
সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ,
সাতক্ষীরা।